# প্রথম অধ্যায়

# শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ-সংজ্ঞা

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম হ'ল ভাষা। শিল্পস্রষ্টা যখন এই ভাষাকে তাঁর সৃষ্টির উপাদানরূপে গ্রহণ করেন, তখন তৈরি হয় সাহিত্য। সুতরাং সাহিত্য ভাষা-নির্ভর। ভাষাকে অবলম্বন করেই সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতি। 'সাহিত্য' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'সহিতের ভাব' বা 'সংলগ্নতা'। এই সংলগ্নতা স্থান-কাল নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা অবিচ্ছেদ্য মানবিক-আত্মিক সংযোগের প্রতিফলন। অর্থাৎ সাহিত্য হ'ল মানুষের একান্ত নিজস্ব ভাবনারাজির সুললিত ভাষিক উপস্থাপন, যা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও চরিত্রসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উপস্থাপিত হয় এবং পাঠক-চিত্তকে সংবেদনশীল করে তোলে। সুতরাং মানবজীবনে সাহিত্যের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। আর বৈচিত্র্যময় এই সাহিত্যধারার অন্যতম ধারাটি হ'ল শিশু-কিশোর সাহিত্য।

বিশ্বসাহিত্য সম্ভারে শিশু-কিশোর সাহিত্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। কারণ দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি, এককথায় আগামীদিনের মানব-সভ্যতার ধারক ও বাহক হ'ল শিশু-কিশোর সমাজ; তারাই দেশের ভবিষ্যৎ-নাগরিক। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। তাদের জন্য রচিত সাহিত্য তাই নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আমরা জানি, মানুষের জীবনের প্রথম অবস্থাটি হ'ল শৈশব। যা ধীরে ধীরে উন্নীত হয় কৈশোর-স্তরে। তারপর আসে মানব মনের ও দেহের পরিপূর্ণতা। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনে এই শৈশব-কৈশোরের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায়, কখনো বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমার মুখে ছড়া ও কাহিনি শুনতে শুনতে, কখনো-বা সচিত্র মনোহারী গল্প-কবিতা-ছড়া-উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে ছোটদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে কল্পনাশক্তি, ভাষাজ্ঞান ও রসবোধ। বলা যায়, যে কোন মানুষের মনে প্রথম সুস্পষ্ট ভাষাবোধ ও সাহিত্যরসের আস্বাদন ঘটে শিশু-কিশোর সাহিত্যের মাধ্যমেই। সেদিক থেকেও এই সাহিত্যধারার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। যে কোন দেশের সাহিত্যের বিশেষ পরিচয়টি বহন করে সেই দেশের শিশুসাহিত্য। বাংলা শিশুসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমরা বাংলা শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা-স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনায় যাবার আগে **'শিশুসাহিত্য'** শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন তা জেনে নিতে পারি। দেখা যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের **'খুকুমণির ছড়া'** সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** (১৮৬৪-১৯১৯) ছড়া-সাহিত্যকে 'শিশুসাহিত্য' বলে উল্লেখ করেছেন। ভূমিকাটির অংশ-বিশেষ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হল ঃ

> ''বাঙ্গালী শিশুর ও বাঙ্গালী জননীর স্বাভাবিক চরিত্রে অসাধারণত্ব কিছু না থাকুক, কিন্তু সেই জননীর ও তাঁহার অন্যান্য প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সামাজিক চরিত্রে বঙ্গদেশে ও বঙ্গ-সমাজে বাসনিবন্ধন যে অনন্যসাধারণত্ব, যে বৈশিষ্ট্য আছে, এই ছড়া-সাহিত্যে তাহারও পরিচয় না পাওয়া যাইবে, এমন নহে। ......

বাঙ্গালী জাতির সমগ্র সাহিত্যটাতেই বাঙ্গালীর সেই গৃহের বিবিধ চিত্র নানা রঙে চিত্রিত হইয়াছে এবং স্বভাবের তুলিকা যেন সেই রঙ্ ফলাইবার জন্য কোন কৃত্রিম উপকরণের সাহায্য লয় নাই; স্বভাবের ভাণ্ডার হইতেই সেই রঙগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি আধুনিক যুগের কৃত্রিম শিক্ষার প্রভাবে নির্ম্মিত সাহিত্যের কথা বলিতেছি না; বাঙ্গালীর অকৃত্রিম প্রাচীন নিজস্ব সাহিত্যের কথা বলিতেছি; এবং এই অকৃত্রিমতার হিসাবে বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর **শিশুসাহিত্য** বা ছড়া সাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্ব্বতোভাবে অতুলনীয়।"[১]

আবার এই গ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর '**মেয়েলি ছড়া**' (যার পরিবর্তিত নাম 'ছেলেভুলানো ছড়া') প্রবন্ধে 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে,

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও **শিশু-সাহিত্য**; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।"[২]

দেখা যায়, রামেন্দ্রসুন্দর এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কে প্রথম 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন, এ বিষয়ে নানান অভিমত প্রচলিত আছে। আমরা মতভেদের ভিত্তিভূমি সম্পর্কে যথাসম্ভব খোঁজখবর করবার চেষ্টা করেছি। লক্ষ করেছি যে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম লোকজ ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাই সময়ের দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকেই পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর দু'জনেই যে উনিশ শতকের শেষদিকে ছোটদের জন্য সৃষ্ট রচনাকে 'শিশুসাহিত্য' সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন, সেকথা আমরা সবাই জানি।

এখনও পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক, গবেষক, আলোচক ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যকে 'শিশুসাহিত্য' নামে অভিহিত করে এসেছেন, যেখানে শিশু এবং কিশোর — এই দুই স্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা রচনাগুলি স্থান পেয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক **বাণী বসু** (১৯৩৯) 'শিশু' বলতে বালক ও কিশোর এই দুই বয়সের ছোটদের বুঝিয়েছেন।[৩] আবার **বুদ্ধদেব বসু** (১৯০৮-১৯৭৪) শিশুসাহিত্যকে 'নাবালক সেব্য' এবং নাবালকের জন্য লেখা হলেও '**সাবালকপাঠ্য**' বলে বিভাজিত করেছেন।[৪] এ প্রসঙ্গে **খগেন্দ্রনাথ মিত্রের** (১৮৯৬-১৯৭৮) অভিমত — "শিশু কাদের বলা হয়? আমার মনে হয়, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে সেই

পর্যায়ে ধরা উচিত।"[৫] আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯২৫-১৯৮৭) মতে, "শিশুসাহিত্য বলিতে এখানে আমাদের গণ্ডী কৈশোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।"[৬] আবার **শিবনাথ শাস্ত্রী** (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর 'মুকুল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় লিখেছেন — "........ আমরা মানব-মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুলে ফলে পরিণত হইবে।"[৭] 'মুকুল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আরো বিশ্লেষণ করে বলেছেন — "যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭-এর মধ্যে ইহা প্রধানত তাহাদের জন্য।"[৮] অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের শিশুসাহিত্যপঞ্জীর (১৯৬৪) ভূমিকায় শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — "শিশুসাহিত্য বলতে আমরা কেবলমাত্র শিশুদের জন্য তৈরী সাহিত্য কর্মকে বুঝাতে চাইনি; শিশুসাহিত্য বলতে শিশু এবং চৌদ্দ-পনের বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক কিশোরদের জন্য রচিত সমগ্র সাহিত্য কর্মকেই আমরা তালিকাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি।"[৯]

এপ্রসঙ্গে বেশ গভীরভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন **লীলা মজুমদার** (১৯০৮)। তাঁর মতে,

> "ইংরেজীতে যখন বলা হয় বুক্‌স্ ফর চিলড্রেন, কিংবা জুভেনাইল লিটারেচার; সকলেই বুঝে নেয়, ঐসব বই ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ স্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য বাদে ঐ অর্থে ব্যবহার করলে কেউ কেউ আপত্তি করেন, বলেন ৮-৯ বছরের পর কেউ শিশু থাকে না, হয়ে ওঠে কিশোর। যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য দু'রকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা শিশুসাহিত্য বলতে ৫-১৬ পর্যন্ত সব পাঠকের কথাই মনে করি।"[১০]

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের আলোচক চিত্রা দেবও এ প্রসঙ্গে প্রায় একই অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে,

> "...... কিশোর পাঠ্য গ্রন্থকেও আমরা শিশুসাহিত্য বলে অভিহিত করি। শিশুসাহিত্যের পরিধি নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণতঃ চার-পাঁচ বছরের শিশু থেকে চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরদের পাঠোপযোগী সাহিত্যকেই শিশুসাহিত্য বলা হয়। খুব ছোটদের জন্যে বই লেখা বড়দের পক্ষে সহজ নয়।"[১১]

বিভিন্ন আলোচকের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রায় সকলেই শিশু থেকে কিশোর পর্যন্ত সকলের জন্য লেখা সাহিত্যকর্মকে শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আমরা জানি, জীবনের প্রথম ৬/৭ বছর থাকে শৈশব অবস্থা। তারপর অর্থাৎ ৮/৯ বছর থেকে ১৬/১৭ বছর পর্যন্ত থাকে কৈশোর কাল। সাধারণভাবে পাঁচ-ছয় বছর থেকে বা আরো কম বয়স থেকেই ছোটরা মা-ঠাকুরমার মুখে গল্প-ছড়া শোনে। উপভোগ করে। মজার মজার রচনাগুলিকে তারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে। গল্পের রস, ছড়ার মজা তাদের মনে প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সাহিত্যরস আস্বাদনের প্রবণতা গড়ে ওঠে। ক্রমশ মনের দিক থেকেও তারা পরিণত হ'তে থাকে। শরীর ও মনের ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে তারা শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেয়। এভাবেই সাহিত্যের মজা ও আনন্দ উপভোগ করতে করতে শিশু কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কিশোরমন তার চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধি

ও কল্পনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীরভাবে সাহিত্যের বিষয়, বক্তব্য, রস আস্বাদন করতে শেখে। দেখা যায়, পাঁচ-ছয় বছর থেকে ষোলো-সতেরো বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সাধারণত পৃথক ধরনের সাহিত্য লেখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশেষ ধরনের সাহিত্য কেবলমাত্র 'শিশুসাহিত্য' নামে চিহ্নিত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে শিশু ও কিশোর মনের জগৎ আলাদা। তাদের জন্য লেখা সাহিত্যের জগৎও স্বতন্ত্র। অধিকাংশ সাহিত্যিক এই স্বাতন্ত্র্য মেনেই সচেতনভাবে শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। আবার অনেকের রচনায় সমস্ত ছোটদের জগৎটাকেই আকর্ষণ করবার উপযুক্ত উপাদান চোখে পড়ে। তাই বলা যায়, যে সমস্ত লেখা পড়ে শিশু ও কিশোরেরা আনন্দ পায়, জাগতিক শিক্ষা পায় এবং মানসিক পরিপূর্ণতা লাভ করে, তা সামগ্রিকভাবে 'শিশু-কিশোর সাহিত্য' সংজ্ঞায় নিরূপিত হ'তে পারে। তবে 'শিশুসাহিত্য' কথাটি যেহেতু আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই সাধারণভাবে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। আসলে শিশুসাহিত্য লেখা হয় আমাদের সমাজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মজা ও আনন্দদানের উদ্দেশ্যে। অবশ্য বয়সের সীমা অতিক্রম করে এই সাহিত্যশাখা প্রায়ক্ষেত্রেই সব বয়সের পাঠকদের আনন্দদান করে থাকে।

আমরা আগেই বলেছি, শিশু এবং কিশোরদের জন্য পৃথক ধরনের সাহিত্য লেখা হয়। কিন্তু সবক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব হয় না। তাছাড়া আধুনিককালে এমন অনেক সাহিত্য লেখা হয়েছে যার রসাস্বাদ শিশু ও কিশোরেরা সমানভাবে উপভোগ করে। যেমন, হরেন ঘটক, শৈলেন ঘোষ প্রমুখের রচনা। আবার অনেক রচনা শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার বক্তব্য বা রস শিশুমনের উপভোগ্য বা উপযোগী নয়; সেই সমস্ত রচনার লক্ষ্য একমাত্র কিশোর-সমাজ। যেমন, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের সাহিত্য। অন্যদিকে এমন অনেক কিশোর-রচনা রয়েছে যা শিশুদের সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়, অথচ শ্রুতিমাধুর্যে ও চিত্রময়তায় তা শিশুদেরও আকর্ষণ করে। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা', 'নালক', সুকুমারের 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল' এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাই আমাদের মনে হয়েছে, যে সাহিত্য-শাখায় শিশু এবং কিশোরদের জন্য রচিত সমস্ত গ্রন্থ স্থান পায়, তাকে সার্বিকভাবে 'ছোটদের সাহিত্য' বা 'শিশু-কিশোর সাহিত্য' নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ-সংজ্ঞা প্রসঙ্গেও নানান অভিমত প্রচলিত আছে ঃ

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ **উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর** (১৮৬৩-১৯১৫) চিন্তাধারা এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ। লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণায় উপেন্দ্রকিশোরের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

> "তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে ছোটদের বই হবে সবচেয়ে ভালো বিষয়ে লেখা, সবচেয়ে ভালো কাগজে ছাপা, সবচেয়ে সুন্দর ছবি ও অলঙ্করণ দিয়ে সাজানো এবং সবচেয়ে ভালো লেখা দিয়ে পুষ্ট।"[১২]

প্রসঙ্গক্রমে 'সাহিত্য ও সুনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে **কামিনী রায়ের** (১৮৬৪-১৯৩৩) অভিমতটি আমরা উল্লেখ করতে পারি ঃ

> "অনেকের মত যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার সম্বন্ধে — অর্থাৎ আর্ট সম্বন্ধে— নীতিবাদ খাটে না। অভিপ্রায়মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কোনও নীতির প্রচারের অভিপ্রায়ে, মানুষকে ভাল হইবার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া যা লিখিত তাহা আর্ট নয়। যাহা সুন্দর এবং আনন্দ দেয় তাহাই আর্ট। এ কথা মানিয়াও কিন্তু বলিতে হয় যে, এক জিনিষই সকলের কাছে সমান সুন্দর এবং মধুর না-ও লাগিতে পারে। ফুলের নির্ম্মলতা, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ সকল মানুষকে সমান আনন্দ দেয় না। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ ও আনন্দানুভূতির মূলে থাকে তাহার রুচি। এই রুচিকেই সর্ব্বাগ্রে সুগঠিত এবং বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক। কু-সাহিত্য, কু-দৃশ্য মানুষের রুচিকে বিকৃত করে।..... সাহিত্য যখন ভবিষ্যৎ সমাজের জীবনকে গঠন করে তখন এরূপ সাহিত্যকে উৎসাহ না দেওয়াই উচিত।..... যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক, যাহা মনকে উর্দ্ধমুখ করে তাহাই আর্ট। চিত্রকর নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা, পুষ্পাদি অঙ্কিত করেন, কিন্তু নর্দমা ইত্যাদি অপবিত্র এবং কুদৃশ্য স্থান আঁকেন না।..... সুরুচির পথে সুনীতি এবং সুনীতির সহিত যাহা সত্য, যাহা সুন্দর এবং যাহা শুভ তাহাই আমাদের তরুণ সমাজকে গৌরবান্বিত করুক।"[১৩]

অন্যদিকে 'শিশুসাহিত্য' বিষয়ক আলোচনায় **প্রমথ চৌধুরী** (১৮৬৮-১৯৪৬) লিখেছেন ঃ

> "..... শিশুসাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই, এবং থাকতে পারে না। কেননা শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করে না। ..... শিশু-সাহিত্য বলে কোনও জিনিষ নেই, এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশুপাঠ্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করবার সংকল্প অতি সাধু। কেননা শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায়, — অর্থাৎ আনন্দ — সেই বস্তু যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি।"[১৪]

শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিশিষ্টা লেখিকা **সুখলতা রাও** (১৮৮৬-১৯৬৯) মনে করেন ঃ

> "শিশুসাহিত্যের ভিতর দিয়া শিশুর সরল মনে যে-ছবি, যে-শিক্ষা, যে-আদর্শ পৌঁছায়, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে সেখানে নিজের ছাপ রাখিয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে তাহার শিক্ষাদীক্ষা, এমন কি রুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করে।"[১৫]

শিশুসাহিত্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক **হরেন ঘটকের** (১৯০৪-১৯৯৩) মত,

> "শুধু তাকে আনন্দ দেওয়াই নয়, শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস এবং বিশ্ব-প্রকৃতিকে জানবার আগ্রহী করে তোলবার উদ্দেশ্যও এতে বর্তমান।"[১৬]

ছোটদের সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশ শতকের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক **অজিত দত্তের** (১৯০৭-১৯৭৮) সুচিন্তিত অভিমতটিও স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে,

> "বৃহত্তর অর্থে সাহিত্য কথাটি ব্যবহার করলে শিক্ষার সঙ্গে এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। অবশ্য শিক্ষা কথাটাকেও এখানে বৃহত্তর অর্থেই ধরতে হবে। ..... ছোটদের বই এমন হতে হবে যা তাদের ভাল লাগবে আর যা পড়ে তাদের মনের ভালো বৃত্তিগুলোতে খানিকটা সাড়া জাগবে।"

এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন ঃ

> "আমাদের সকলেরই আজ এ কথা উপলব্ধি করা দরকার যে, শিশুর শিক্ষা ও শিশুর সাহিত্যকে অভিন্ন করে না তুলতে পারলে, শিক্ষাও হবে অসম্পূর্ণ এবং সাহিত্যও হবে পঙ্গু। এই শিক্ষার মানে 'সদা সত্য কথা কহিবে' এবং 'চুরি করা বড় দোষ' মাত্র নয়। এ শিক্ষার মানে শিশু মনে যতগুলি সদবৃত্তি অপুষ্ট আছে, তাদের ফুটিয়ে তোলা। এই সদবৃত্তির মধ্যে আছে ভদ্রতা, সমবেদনা ও করুণা, আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নির্ভীকতা ও স্বাদেশিকতা, আছে দয়া, দাক্ষিণ্য ও মমতা, আছে মানবতাবোধ, আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সন্ধান। তেমনি আছে রসানুভূতি, কাব্যবোধ ও সাহিত্যপ্রীতি, আছে অনুসন্ধিৎসা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও কিছুকে বিচার করবার ক্ষমতা।"[১৭]

এ প্রসঙ্গে লীলা মজুমদারের (১৯০৮) অভিমত ঃ

> "লোকে বলে থাকে যে ছোটদের জন্য লিখতে হলে নিজেকেও ছোট হয়ে গিয়ে, ওদেরই দলের একজনের মতো ওদের সঙ্গে মাটিতে হুটোপুটি করতে হয়। কিন্তু কাজের বেলাতে দেখা যায় যে তা তো নয়, খোকামি করার তো কোনোই দরকার নেই, কেবলমাত্র নিজের মনের মাঝখানকার চিরকালের ছোট ছেলেটার নাগাল পাওয়া চাই।"[১৮]

বিশ শতকের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** (১৯১৮-১৯৭০) ধারণা ঃ

> "শিশুসাহিত্য আনন্দের আশ্রয়ে চরিত্রগঠন ও শুভবুদ্ধি সঞ্চার মাতৃস্নেহ, পিতৃনিয়ন্ত্রণ এবং খেলার সাথীর সাহচর্য — এই তিনটির উপরেই নির্ভর করে।"[১৯]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক **সত্যজিৎ রায়ের** (১৯২১-১৯৯২) মতে —

> "লে-আউট, ছাপা, ছবি যেমন সুন্দর হওয়া দরকার, তেমনি এর লেখাগুলিও হবে শিশু, কিশোরমনের উপযোগী। ....... ছোটদের লেখার একটি প্রধান ও প্রচলিত সংজ্ঞা হল, এটি সববয়সী পাঠক-পাঠিকাকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে।"[২০]

ছোটদের সাহিত্যের গবেষক-আলোচক **আশা গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯২৫-১৯৮৭) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "যথার্থ শিশুসাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব্ব বয়সের নরনারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়; বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে — কিন্তু সর্ব্ব স্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মত শিল্প গুণ তাহাতে থাকিবেই।"[২১]

**Maxim Gorky** (1868-1936) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ছোটদের সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেনঃ

> "To successfully create fiction and educative literature for children we need to following : first, writers of talent capable of writing simply, interestingly and meaningfully; then, editors of culture, with sufficient political and literary training, and finally, the technical facilities to guarantee timely publication and due quality of books for children."[২২]

আমরা ম্যাক্সিম গোর্কির এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ছোটদের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গোর্কি তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেগুলি হ'ল — 'simply', 'interestingly' এবং 'meaningfully'। শিশুসাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান শর্তরূপে সহজ ও আকর্ষণীয় — এই প্রসঙ্গ দু'টি এসে পড়ে। কারণ রচনা সহজ-সরল না হ'লে তা কোমল হৃদয় শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে না। আকর্ষণীয় না হ'লে তা ছোটদের মনে কৌতূহল সঞ্চার করে না। ছোটদের মন খুবই নরম কোমল। সদা আনন্দময়। স্বাভাবিকভাবেই জটিল গভীর গম্ভীর কোনো বিষয় তাদের আকর্ষণ করে না। সরল মনে সহজ বিশ্বাসে তারা সবকিছুকে গ্রহণ করে। যথার্থ সাহিত্য পারে ছোটদের মনের এই কোমল সরল বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করতে। তাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলতে। তাই ছোটদের সাহিত্যকে সরল, সরস ও আকর্ষণীয় উপায়ে রচনা করা হয়।

সহজ সরল রচনাশৈলী সাহিত্যের বড় একটি গুণ। বিশেষ করে, ছোটদের সাহিত্যে এই সারল্য বা সহজতা প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকৃত। এই গুণটি লেখকের মানসিকতা, তাঁর উপলব্ধি ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। কারণ সহজ সরল শৈলীটি অর্জন করা বেশ কঠিন একটি কাজ। এই কঠিন কাজটি আয়ত্ত করার জন্য লেখককে বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুশীলন করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে গভীর জীবনবোধ এবং সেই জীবনবোধকে প্রকাশ করার অকৃত্রিম উপায় নির্ধারণ। যিনি যত বেশি এই অকৃত্রিম উপায়ের অনুসন্ধান করেন, তাঁর রচনা তত সহজ সরল হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতের অনেকগুলি অংশে আমরা অত্যন্ত সহজ সরল আঙ্গিকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাই। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহজ রচনাশৈলীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা'য় এই সারল্যের শৈলীটি যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আসলে সহজ উপায়ে কোনো কিছু

প্রকাশ করাটাই কঠিন ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ বারবার এই গভীর সত্যের কথাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত লঘুভঙ্গিতে বলেছেন বটে, —

"সহজ কথায় লিখতে মোরে কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।" [খাপছাড়া]

— কিন্তু কথাটির ভিতর অনেক তাৎপর্য আছে। এই সহজতার বা simplicity-এর কথা সবকালের সবদেশের শিল্পতাত্ত্বিকেরা উল্লেখ করেছেন। **উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ** তাঁর 'Lyrical Ballad' (1798) গ্রন্থে এই 'simplicity'-এর কথা বলেছেন। অন্যদিকে ছোট-বড় সবার জন্য লেখা হলেও, ম্যাক্সিম গোর্কির আত্মজীবননির্ভর উপন্যাসে এই সহজ-সরল শৈলীর নিপুণ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির নিরলঙ্কার প্রয়োগ ও সামগ্রিক সাধারণত্ব উপন্যাসটির কাহিনিকে তীব্রগতিতে পরিণতিমুখী করে তুলেছে। বাংলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখের রচনারীতিও এমনই সহজ, সুন্দর ও আন্তরিক। সাম্প্রতিককালে শিবরাম চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার ছাড়াও অনেকে সহজ প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে ছোটদের জন্য গভীর জীবনসত্যের অনুভূতি তুলে ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা সবাই জানেন। অতিসম্প্রতি বলরাম বসাক ('হালুম', 'পিঁপড়ে হাতি'), কার্তিক ঘোষ ('একটা মেয়ে একা', 'জুঁই ফুলের রুমাল' প্রভৃতি) সরলশৈলীতে সুন্দর গল্প রচনা করে ছোটদের মন কেড়ে নিয়েছেন। এই সহজতা ও সারল্যই শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ; এখানেই চিরায়ত সাহিত্যগুণ লুকিয়ে থাকে।

সহজ সরল আঙ্গিকের পাশাপাশি ছোটদের রচনায় আগ্রহ সৃষ্টির বহু উপাদান ও উপকরণ থাকে। গোর্কি এই উপাদানগুলির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ছোটদের অনুভূতির কাছে তাদের জন্য লেখা রচনাগুলিকে সহজ ও আকর্ষণীয় উপায়ে উপস্থাপন করতে হয়। এই আকর্ষণবোধের পেছনে থাকে কৌতূহলোদ্দীপক আবহ বা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা-পরম্পরা। এই ঘটনা-পরম্পরা ছোটদের মনের জগতের উপযোগী হওয়া দরকার। একটি ঘটনা থেকে আরেকটি ঘটনার সূত্র রচনার মধ্য দিয়ে সেই পরম্পরা পাঠকচিত্তে সজাগ রাখতে হয়। রূপকথার গল্পে যেমন রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো একটা ভীতিপ্রদ বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যাকে সহজে পরাভূত করা সম্ভব নয়; এমন পরিস্থিতিতে রাজপুত্রের বীরত্বের কাহিনি জয়লাভের আনন্দ সৃষ্টি করে। এই জয়লাভের মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর পাঠক-শ্রোতা সাহসী রাজপুত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। রাজপুত্রের শৌর্য-বীর্যের প্রতি পাঠক কৌতূহলী বা আগ্রহশীল হয়। অর্থাৎ ঘটনার জাল বিস্তারের মধ্যেই নিহিত থাকে আগ্রহ ও কৌতূহলের উপাদান। আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি কাহিনিমালায়, লোককথায় এমনই সব কৌতূহলোদ্দীপক উপাদান ছড়িয়ে আছে।

আসলে সাহিত্যে মনের জগতের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি এই ঘাত-প্রতিঘাতগুলির রূপায়ণের জন্য আকর্ষণীয় ঘটনা সংস্থাপনও একটি জরুরি ব্যাপার। শিশু-কিশোর মনের মধ্যে নিরন্তর জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল সজীব থাকে। এই কৌতূহলকে উসকে দেওয়া ছোটদের সাহিত্যের একটি

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিবেশনার চমৎকারিত্বে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাহিত্যিক সাফল্য আনয়ন করে। উদাহরণ প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির 'ছেলেবেলা'র বিবরণী আমরা আলোচনা করতে পারি। সেখানে দেখা যায়, গোর্কির পিতার মৃত্যুর পরক্ষণেই তাঁর মা একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। জন্ম এবং মৃত্যুর এমন সহাবস্থান বালক গোর্কিকে বিস্মিত করে। আবার তাঁর পিতার কফিনের সঙ্গেই মাটি চাপা পড়ে যায় দু'টি জীবন্ত ব্যাঙ — এই দৃশ্যটিও ছোট্ট গোর্কিকে প্রভাবিত করেছিল। এমন অবিস্মরণীয় দু'টি দৃশ্য ছোট-বড় দুই শ্রেণীর পাঠকমনেই কৌতূহল সঞ্চার করে থাকে।[২৩]

সাহিত্য একধরনের শিল্প। শিল্পের ভিতরে থাকে তার নিজস্ব ঐন্দ্রজালিক নির্মাণকলা। এই নির্মাণকলার কুশলী প্রক্রিয়ায় অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ ঘটনাও অনেক বেশি আগ্রহের, অনেক বেশি কৌতূহলের হয়ে উঠতে পারে। সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু'-র কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। মনে পড়ে 'অবাক জলপান'-এর কথাও। যেখানে একের পর এক কৌতূহল-উদ্দীপক সংলাপ সাজিয়ে লেখক যেমন সৃষ্টি করেছেন কৌতুক, তেমনি সমগ্র ঘটনাটিকে করে তুলেছেন 'interesting'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ছিনাথ বহুরূপী'-র কথা আমরা সবাই পড়েছি। সরস, সুন্দর, আকর্ষক এই গল্পের মধ্যে লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করেছেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'মামা'- কাহিনি (বড়মামা, মেজমামার অসামান্য ক্রিয়াকলাপের কাহিনি)-র মধ্যেও অনেক আশ্চর্য উপকরণ আছে, যা চমৎকারিত্বের সন্ধান দেয় এবং কৌতূহলেরও সৃষ্টি করে। এছাড়াও সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় ঘটনা-বিন্যাসের চমৎকারিত্ব ছোটদের একদিকে যেমন কৌতূহলী বা জিজ্ঞাসু করে তোলে, তেমনি অজানাকে জানার বা কৌতূহল উপশমের উপযুক্ত পরিমণ্ডলও তৈরি করে। লক্ষ করা যায়, সহজ সরস ও আকর্ষক আঙ্গিকে লেখক যে কোনো বিষয়কেই পাঠকের কাছে অনিবার্য গ্রহণীয় করে তুলতে পারেন।

অন্যদিকে 'meaningful' শব্দটি শিশু-কিশোর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আমরা লক্ষ করি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্যে বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রসঙ্গটি গভীরভাবে ভাবা হয় না। সেক্ষেত্রে লেখক মনোরঞ্জনের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে কাহিনিটি বা কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রগুলি মজার মজার উপকরণে আকর্ষণীয় হয় বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে বিশেষ কোনো একটি বক্তব্য বা আবেদন সেখানে পরিস্ফুট হয় না। অর্থহীন, লক্ষ্যহীন আনন্দ-বিনোদনই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যিনি সত্যিকারের শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা, তিনি আনন্দ-বিনোদনের মধ্যেও জীবনের কঠিন কঠোর বাস্তব সত্যের কথা বলতে পারেন। এইজন্যই গোর্কি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ছোটদের সাহিত্যকে হতে হবে অর্থবহ অর্থাৎ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, অনর্থক চটকদারি মন ভোলানোর সাহিত্য ছোটদের চিন্তা করতে শেখায় না, জীবন ও জগৎকে জানতে শেখায় না। সেই কারণেই ছোটদের জন্য লেখা উৎকৃষ্ট রচনায় মজা, কৌতুক প্রভৃতি আকর্ষক উপাদান উপকরণ থাকলেও এর পাশাপাশি বাস্তব জীবন-সত্যের দিকটিও লক্ষ করা যায়। যে জীবন-সত্য ছোটদের তার চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ সম্পর্কে, তার ভালোমন্দ দিকগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে। গোর্কি 'meaningful' বলতে যে অর্থের কথা বুঝিয়েছেন তা ছোটদের রচনায় সুস্পষ্টভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের

কথা, জীবনতত্ত্বের কথা বলা নয়, তা হ'ল ছোটদের জন্য লেখা কাহিনি, চরিত্র ও ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে একটা ইতিবাচক আবেদন ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করা। তবে এই বক্তব্য অবশ্যই সহজ ও আকর্ষণীয় আঙ্গিকে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

আমরা উপেন্দ্রকিশোরের টুনটুনির গল্পে সরল ও আকর্ষণীয় শৈলীতে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ও বক্তব্যের সুন্দর উপস্থাপন লক্ষ করি। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লালু', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম আঁটির ভেঁপু', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বোল সর্দার', লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক' প্রভৃতি রচনাগুলি অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়সম্ভারে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যধারাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। সাম্প্রতিককালে পূর্ণেন্দু পত্রী, সত্যজিৎ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সরল দে, কার্তিক ঘোষ প্রমুখেরা অত্যন্ত গভীরভাবে ছোটদের কথা ভেবে, তাদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের কথা ভেবে বেশ কিছু সুন্দর মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনি রচনা করেছেন।

আসলে ছোটরাই আগামীদিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মনে রেখে তাদের জন্য লেখা সাহিত্যের বিশেষ গড়ন-প্রকরণ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ছোটদের মনের চাহিদা অনেক। কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা অফুরন্ত। এই কৌতূহল, আবেগ, আগ্রহ, বিস্ময় ও কল্পনাভরা দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ ও জীবন তার কাছে গভীর রহস্যময়। সাহিত্যই পারে ছোটদের সামনে এই জাগতিক রহস্যের মায়াজাল ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে। বড়দের মতো তাদেরও মনের খাদ্যের প্রয়োজন। চিন্তার উপযুক্ত বিকাশের উপকরণ প্রয়োজন। সাহিত্য অনেকাংশে তাদের এই খাদ্যের যোগান দেয়। বাস্তব, কল্পনা আর মজার মিশ্রণে রচিত বিশুদ্ধ সাহিত্যে ছোটরা খুঁজে পায় তার নিজস্ব জগৎ। সে জগতে তাদের নিজস্ব একটা নিয়ম-কানুন আছে। সে জগতেও যুক্তি, বুদ্ধি, বিশ্বাস, আনন্দ — সবই আছে, অথচ তা বড়দের জগৎ থেকে অনেকটাই পৃথক। এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই শৈশব-কৈশোর এত সুন্দর, এত মধুর। শিশু-কিশোর সাহিত্য এত রঙিন, এত আকর্ষণীয়।

তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয়, শিশু-কিশোর মনে বিশুদ্ধ আনন্দরস সঞ্চারের জন্য যে সাহিত্য লেখা হয়, তাকে শিশু-কিশোর সাহিত্য বলা যেতে পারে। যে রচনা পড়ে ছোটরা মজা পায়, আনন্দ পায়, পরিতৃপ্ত হয়, তাকে তারা সহজেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নেয়। সে রচনা দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। আসলে ছোটদের মন স্বভাবতই চঞ্চল, কল্পনাপ্রবণ এবং জিজ্ঞাসু। অনন্ত প্রশ্নভরা মন নিয়েই তারা তাদের চারপাশকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। যে কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্যে হাসি, মজা, কৌতুকের অন্তরালে তারা অনায়াসে পেয়ে যায় জাগতিক জ্ঞান, বুদ্ধি-যুক্তি-চিন্তার উপযুক্ত উপাদান-উপকরণ। আমরা আগেও বলেছি এই জ্ঞান কোনো গভীর জটিল তত্ত্ব-জ্ঞান নয়; এ হ'ল জগৎ ও আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান। এই সাধারণ জ্ঞান ছোটদের মনে জন্মায় খুব সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। যেভাবে মানুষ ছোটবেলা থেকে চিনতে শেখে আকাশকে, বাতাসকে, জলবায়ুকে, গাছ-ফুল-পাখি-জীবজন্তুকে, সেইভাবে একটি ভালো মানের শিশু-কিশোর সাহিত্যের কবিতা-ছড়া-গল্প-কাহিনি থেকে সে চিনতে শেখে জীবনকে, জীবনের বিচিত্র রূপকে। যেভাবে খগেন্দ্রনাথের 'ভোম্বোল' (ভোম্বোল সর্দার), শিবরামের 'কাঞ্চন'

(বাড়ি থেকে পালিয়ে), সত্যজিতের 'ফটিক' (ফটিকচাঁদ), লীলা মজুমদারের 'ঘোতন' (ঘোতন কোথায়) বাস্তবের নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের জীবনকে চিনতে শেখে, জানতে শেখে। এই চরিত্রগুলি কিশোর পাঠকদের মনের গতি-প্রকৃতি তৈরি করতে সাহায্য করে। ভালোমন্দ পথ চিনতে সাহায্য করে।

সুতরাং ছোটদের চিত্তবিনোদন বা নির্মল আনন্দদান ছোটদের সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আরো গভীর আরো ব্যাপক। ছোটরাই অনাগত ভবিষ্যতের অমূল্য সম্পদ। আমাদের সমাজের যা কিছু সেরা, সুন্দর ও শুদ্ধ, তা অবশ্যই ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া চাই। আর এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য সাহিত্যরসে প্রচুর পরিমাণে জলের মিশ্রণে যে সমস্ত 'ছেলেভুলানো বই' লেখা হয়, তার ঘোর-বিরোধী ছিলেন।[২৫] আজও শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কোনো কোনো রচনায় উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন, হাল্‌কা-লঘু আপাত মনোহারী প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই প্রয়াসগুলির মধ্যে চটক থাকে, চোখ ঝলসানো মজা থাকে, কিন্তু জীবনের গভীরতার কোনো নিদর্শন থাকে না। ফলে এই ধরনের প্রয়াসগুলি ছোটদের মনে অতি সাময়িক আগ্রহ ও কৌতূহল সঞ্চার করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এইসব প্রয়াসের মধ্যে বিভ্রান্তিও থাকে, যা শিশু-কিশোরদের বিপথগামী করে তুলতে পারে। ঠিক এখানেই বড়দের সাহিত্যের সঙ্গে ছোটদের সাহিত্যের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বড়রা তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, যুক্তি, বুদ্ধি ও রুচিবোধের দ্বারা যে কোনো সাহিত্যের রসবিচার করতে পারেন। কিন্তু ছোটদের মধ্যে তেমন চিন্তাশক্তি, রুচিবোধ বা বিচারক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই ছোটদের সাহিত্য সমাজের সবটুকু ভালো, সুন্দর ও শুভবোধকে দাবি করে। এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শিশু-কিশোর সাহিত্য সব বয়সের পাঠকের আস্বাদ্য হলেও যে কোনো সাহিত্য শিশু-কিশোরদের পাঠের উপযোগী নয়।

প্রকৃতপক্ষে শিশু-কিশোর সাহিত্যকে একইসঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার বাহক হয়ে উঠতে হয়। বলা যায়, বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও চরিত্রের উপযুক্ত সরস উপস্থাপনার মাধ্যমে ছোটদের মনকে কল্পনাপ্রবণ, উদার, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সৃষ্টিশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। পাঠ্যক্রম বহির্ভূত এমন সরস সাহিত্যই পারে ছোটদের মনকে জগৎ ও জীবনের মাঝে যথার্থ 'অবগাহন-স্নান'-এর তৃপ্তি দিতে।[২৫] এছাড়াও ছোটদের নৈতিক চরিত্রগঠনে, তাদের মনে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগাতে, সমাজের ভবিষ্যৎ-প্রজন্মরূপে তাদের সামাজিক দায়বোধ, কর্তব্যবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার সামাজিক নানান অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার খণ্ডন করে ছোটদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে সাহিত্য। সাহিত্যই পারে দেশ-বিদেশের পরিচয়দানের পাশাপাশি প্রকৃতিজগতের বিচিত্র প্রাণবন্ত রূপ, তার সহজ সৌন্দর্য ও অনন্য অবদানের কথা গল্পচ্ছলে ছোটদের জানিয়ে দিতে। যার মধ্য দিয়ে ছোটরা ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য জেনে যায়। তাদের চারপাশের গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি, জীবজন্তু সম্পর্কে তারা কৌতূহলী ও সহমর্মী হয়ে ওঠে। যথার্থ শিশু-কিশোর সাহিত্যই পারে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ছোটদের উৎসুক ও সচেতন করে তুলতে। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচক **R.J. Rees**-এর ভাষায় বলা যায় যে, সাহিত্য মানুষকে চিনতে ও নিজেদের জানতে সাহায্য করে, যেন এক আন্তর্জাতিকতাবোধে আমাদের

উদ্বুদ্ধ করে।[২৬] আবার অপর এক ইংরেজ সাহিত্যিক **Thomas De Quincey**-এর মতে, সাহিত্যের কাজ মানুষের মনকে নাড়া দেওয়া। তিনি সাহিত্যকে শিশুদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে শিশুরা সমাজে কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু তারা আছে বলেই আমাদের মনে ভালোবাসা স্নেহ মমতা এই শক্তিগুলি সদা জাগ্রত। তিনি মনে করেন, সাহিত্য এমনইভাবে সক্রিয় রাখে আমাদের অনুভূতিগুলিকে। এই অনুভূতিগুলিকে দেয় বসন্তকালীন জীবন — 'a vernal life'।[২৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে সাহিত্যকে 'মানব-জমিন' আবাদের এক আবশ্যক উপাদানরূপে উল্লেখ করেছেন। কারণ, শিশুকাল থেকে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সাহিত্যরসের বর্ষণ। এই বিশেষ সময় থেকে 'চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে সময়ে যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন'। তাই তাঁর মতে,

> "..... মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে-সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না, বয়োবিকাশেরও তেমনই একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'।"[২৮]

সুতরাং ছোটদের মন ও মনন গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা ও অবদান অনেক। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্বে ছোটদের চিন্তা-চেতনায় রুচিবোধ, রসবোধ তথা জীবনবোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ সঞ্চার করে শিশু-কিশোর সাহিত্য। তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিষয় হয় সাধারণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, বক্তব্য হয় সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট, প্রকাশভঙ্গি হয় মনোরম ও আকর্ষণীয়। সেখানে প্রকৃতি-পরিবেশের পাশাপাশি ইতিহাস, ভূগোল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, দেশ-বিদেশের কথা, রূপকথা, পুরাণকথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, মহান জীবনের কাহিনি, খেলাধূলা প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ই স্থান পেয়ে থাকে। আর সে সমস্ত বিষয়কে প্রকাশ করা হয় সরল, সরস, জড়তাহীন ভাষা, সাবলীল আঙ্গিক ও দৃষ্টিনন্দন ছবির সম্মিলিত প্রয়োগে। আমরা জানি, ছোটদের মনে ঈর্ষা, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি হীন-প্রবৃত্তির ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এমন বিষয় বা ঘটনা শিশু-কিশোর সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় না। এককথায়, ছোটদের সাহিত্যের বিষয় হবে ভারহীন, কিন্তু বক্তব্য হবে অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

ছোটদের মন অত্যন্ত নরম, কোমল ও স্থিতিস্থাপক। যেমন খুশি তাদের গড়ে তোলার সুযোগ থাকে। ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্য এই মন ও চিন্তন গড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করে। সাহিত্য একদিকে যেমন ছোটদের আনন্দ দেয়, মুক্ত মনের স্বচ্ছ জীবনের স্বাদ দেয়, তেমনি সরস ও আকর্ষণীয় বিষয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের উপযুক্ত শিক্ষাও দেয়। খেলতে খেলতে পড়তে পড়তে তারা জীবনকে একটু একটু করে চিনতে শেখে, জানতে শেখে। এই পৃথিবীর বিপুল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য তারা হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে শেখে। পৃথিবীর সব দেশের শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই আনন্দের উপাদান থাকে। তাই শিশুসাহিত্য মানে শুধুমাত্র নীতি

বা উপদেশমূলক গল্প বা ছড়াসাহিত্য নয়। শুষ্ক নীতি বা উপদেশ বড় হ'য়ে দেখা দিলে সে রচনা ছোটদের কাছে তার আকর্ষণ হারায়। কারণ, সেখানে তারা তাদের মনের খোরাক পায় না। তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যে সব মিলিয়ে রস-সৃষ্টির প্রশ্ন জড়িত থাকে। এই সাহিত্যরস আনন্দরসের সঞ্চার করে। শব্দ, বাক্য, উপমা উপস্থাপনার রঙিন যাদুতে শিশু-কিশোর মন সেই অনির্বচনীয় আনন্দ ও মজার স্বাদ পায়। এই যাদুবিদ্যাই ছোটদের সাহিত্যের প্রধান গুণ যা সহজেই ছোটদের চঞ্চল, কল্পনাপ্রবণ, দুরন্ত মনকে প্রবোধ দিতে পারে। তবে এই জাতীয় সাহিত্য যে শুধু ছোটদেরই আনন্দদান করবে, এমন কোনো কথা নেই। এমন হ'লে তাকে সার্থক সাহিত্য বলা যাবে না। আমরা লক্ষ করি, বিদেশি সাহিত্যের ধারায় জোনাথন সুইফট্-এর 'গালিভারস্ ট্রাভেলস্' রচনাটি বড়দের জন্য লেখা হলেও ছোটদের মনও ছুঁয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে **George Orwell** তাঁর 'পলিটিক্স ভারসেস লিটারেচার' প্রবন্ধে 'গালিভারস্ ট্রাভেলস্'-কে 'a great work of earth' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন লেখকের গভীর মননশক্তি। তবে তিনি এ বিষয়েও সচেতন যে বইটি শিশুদের কাছেও এক কাল্পনিক গল্প হিসেবে সমান আকর্ষণীয়।[১৮] সুতরাং যথার্থ শিশু-কিশোর সাহিত্য তার শিল্পগুণে, রসমাধুর্যে, প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বে বয়সনির্বিশেষে সব পাঠকের কাছেই রসগ্রাহী হয়ে উঠবে। বয়সের পার্থক্য অনুসারে সাহিত্যের বিষয়, ভাব, রস উপভোগের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটতে পারে, কিন্তু ছোট বড় সকলকেই আনন্দ দেবার মতো পর্যাপ্ত ক্ষমতা তাতে থাকবে। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা', সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা' তারই প্রমাণ।

সাধারণত ছোটদের মন ও মনন গঠনের উপযোগী সাহিত্যরসসম্পন্ন রচনা শিশু-কিশোর সাহিত্য নামে পরিচিত। অর্থাৎ শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা রচনা একদিকে যেমন সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি সমাজের সবুজ-অবুঝ কচিকাঁচাদের জীবনপথে চলার প্রয়োজনীয় কিছু রসদ দেবার দায় বা দায়িত্বও বহন করে। আমরা জানি, যে কোনো মহৎ সাহিত্য সরস, সুস্বাদু ও সুখপাঠ্য হবার পাশাপাশি বৃহত্তর ও মহত্তর জগৎ ও জীবনের সন্ধান দেয়। ঠিক তেমনি যথার্থ ছোটদের সাহিত্যে আনন্দরসই প্রধান। প্রচ্ছন্নভাবে সেখানে থাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের উপাদান। আসলে সময়ের বিবর্তনের ধারায় ক্রমশ বদলে যায় চারপাশের জগৎ ও জীবন। পাল্টে যায়। সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যের ধারা। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ছোটদের সাহিত্যও ধীরে ধীরে নিজেকে পাল্টে ফেলছে। ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে তার গতি-প্রকৃতি। সৃষ্টি হচ্ছে নূতন নূতন গড়ন-প্রকরণ। সাহিত্য ক্রমশ ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করছে। দেখা যাচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনেক নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তার সমাবেশ ঘটে চলেছে এই সাহিত্যধারায়। তাই আমরা লক্ষ করি, ছোটদের সাহিত্য রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নির্মল মজা ও আনন্দদান হলেও ক্রমে বিনোদনের পাশাপাশি ছোটদের চিন্তনপ্রক্রিয়ার পরিপুষ্টির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে শিল্পের সৃজনশীল বিশেষত্বের কথা মনে রেখে আমরা শিল্পকর্মের স্বরূপ বিচার করে থাকি। সেই বিচার ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই স্বরূপ বিচার বা সংজ্ঞা নির্ধারণ কখনোই শেষ কথা নয়। কারণ, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের

রূপগত, ভাবগত, আঙ্গিকগত বিবর্তন ক্রমশ ঘটে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞা-স্বরূপও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। তবে এপ্রসঙ্গে আলোচনার শেষে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি, শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত, তাদের চিন্তা-চেতনার বিকাশে ও সুষ্ঠু মানসপ্রবণতার গঠনে সহযোগী এবং নির্মল আনন্দরস সৃজনকারী সাহিত্যই হ'ল শিশু-কিশোর সাহিত্য বা ছোটদের সাহিত্য। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল এরূপ —

- শিশু-কিশোর মন ও মননের উপযোগী সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনা হ'ল শিশু-কিশোর সাহিত্য।
- শিশু-কিশোরদের মানসিক ক্ষুধা বাড়ানোয় এবং সেই ক্ষুধা মেটানোয় সাহিত্য গুরুতর ভূমিকা পালন করে।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য ছোটদের নির্মল মজা ও আনন্দদানের পাশাপাশি তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা। বলা যায়, ছোটদের মনের সার্বিক বিকাশে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যে ছোটদের সমাজ, স্বদেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কৌতূহলী ও সচেতন করে তোলার উপযুক্ত উপাদান থাকে।
- রাজনীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা, হিংসা-জিঘাংসা প্রভৃতি জটিল জীবনতত্ত্ব শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিষয়রূপে গ্রাহ্য নয়।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিষয় ও বক্তব্যকে সহজ, সরল, আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়। এখানে আপাত মজার বিষয়ের মধ্যেও গভীর জীবনবোধ, জীবনসত্য সংগুপ্ত থাকে।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যের চরিত্র হয় অতিপরিচিত, সাধারণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহৎ আদর্শবান ও উচ্চগুণসম্পন্ন চরিত্রও দেখা যায়।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যে সহজ, সরল, জড়তাহীন ও স্থূলতাবর্জিত ভাষা ব্যবহৃত হয়। যে ভাষা ছোটদের মুখে মানানসই ও সুপ্রযুক্ত সেই ভাষাই ছোটদের সাহিত্যে প্রাধান্য পায়।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যের ছবি রুচিশীল ও দৃষ্টিনন্দন। প্রচ্ছদ অঙ্কনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে অলঙ্করণে আড়ম্বরহীন সুষ্ঠু রুচিপূর্ণ ছিমছাম ব্যাপারটায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ছোটদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ একটা জরুরি দিক। ছোটদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুরাগ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রভৃতি দিকগুলি অবশ্য বিচার্য।
- শিশু-কিশোর সাহিত্যে সামগ্রিকভাবে সুরুচি ও শালীনতাবোধের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।
- শিশু-কিশোর সাহিত্য একান্তভাবে ছোটদের জন্য লেখা হলেও সব বয়সের পাঠকের কাছেই তা পরম আস্বাদ্য।

## উল্লেখপঞ্জী

১। ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। 'ভূমিকা' — যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া'। কলকাতা ঃ সিটি বুক সোসাইটি। ১৬শ সংস্করণ ঃ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। পৃ: ১১-১২।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া ১ ঃ লোকসাহিত্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রবন্ধ। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯০৭। পৃ: ১৪৮। ['মেয়েলি ছড়া'। সাধনা। আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১ বঙ্গাব্দ]।

৩। বসু, বাণী (সংকলক)। 'ভূমিকা' — বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ গ্রন্থপঞ্জী। কলকাতা ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। পৃ: দুই [এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে 'A BIBLIOGRAPHY OF BENGALI BOOKS FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS' নামে অভিহিত। আমরা জানি 'YOUNG ADULTS' বলে কিশোর-কিশোরীদের চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং এখানে 'শিশুসাহিত্য' বলতে শিশু এবং কিশোরদের জন্য লেখা সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে।]।

৪। বসু, বুদ্ধদেব। বাংলা শিশুসাহিত্য। প্রবন্ধসংকলন। কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। পৃ: ১৭০।

৫। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য পরিক্রমা। কলকাতা ঃ নবারুণ প্রকাশন। ১৯৬১। পৃ: ১০।

৬। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা ঃ ডি. এম. লাইব্রেরী। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। পৃ: ১।

৭। শাস্ত্রী, শিবনাথ (সম্পাদক)। প্রস্তাবনা। 'মুকুল' প্রথম সংখ্যা, প্রথম বর্ষ। ১৩০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৫, জুন-জুলাই)।

৮। শাস্ত্রী, শিবনাথ (সম্পাদক)। প্রস্তাবনা। 'মুকুল' দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ। ১৩০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৫, জুলাই-আগস্ট)।

৯। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। পূর্ব-পাকিস্তানের শিশু-সাহিত্য। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০): দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। আকাদেমি সংস্করণ ঃ ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৯। পৃ: ২৬০ ।

১০। মজুমদার, লীলা। ছোটদের জন্য বই। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৮১। পৃ: ২৪২।

১১। দেব, চিত্রা। বাংলা শিশুসাহিত্য। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৮১। পৃ: ২৫৪।

১২। মজুমদার, লীলা। ছোটদের বই। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ঃ জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা। অনুবাদক ঃ সৈয়দ কওসর জামাল। মূলগ্রন্থ ১৯৮৬, অনুবাদ ১৯৯৩। ইণ্ডিয়া ঃ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। পৃ: ৩৯।

১৩। রায়, কামিনী। সাহিত্য ও সুনীতি। প্রবাসী। ১ম সংখ্যা, ৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড। কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৩৭-৩৮।

১৪। চৌধুরী, প্রমথনাথ। শিশুসাহিত্য। সবুজপত্র। ৩য় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৪৪৬-৪৪৯।

১৫। রাও, সুখলতা। শিশুসাহিত্যে সুরুচি। জয়িতা বাগচী সম্পাদিত ঃ রচনাসংগ্রহ ১। কলকাতা ঃ থীমা প্রকাশনী। ১৯৯৯।পৃ: ১৯।

১৬। ঘটক, হরেন। আমিনুল হকের নিবন্ধ ঃ শিশুসাহিত্যের সাম্প্রতিক কয়েকজন লেখক/ লেখিকা। কোরক সাহিত্য পত্রিকা। শারদীয়, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃ: ১৬১।

১৭। দত্ত, অজিত। শিশুশিক্ষা ও শিশু-সাহিত্য। প্রবন্ধগুচ্ছ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ২০০৩। পৃ: ২২২, ২২৫-২২৬।

১৮। মজুমদার, লীলা। সুকুমার রায়। কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৪৪।

১৯। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ভাষণাবলী (শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ)। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ৩৭তম। ১৯৬২। পৃ: ১৪৪।

২০। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯ আশ্বিন ১৩৮৮/৫ অক্টোবর ১৯৮১। 'যে সত্যজিৎ ছোটদের প্রিয় লেখক ও সম্পাদক' ঃ সুদেব রায়চৌধুরী গৃহীত সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার।

২১। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা ঃ ডি. এম. লাইব্রেরী। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৩০৪-৩০৫।

২২। Gorky, Maxim, On Themes, On Literature, Moscow : Progress Publishers, 1933, pp. 219-220.

২৩। গোর্কি, ম্যাক্সিম। আমার ছেলেবেলা। অনুবাদক ঃ অমল দাশগুপ্ত। মস্কো ঃ রাদুগা প্রকাশন, কলকাতা ঃ ভস্তক। ১৯৯৮। পৃ: ৫।

২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঘরের পড়া। জীবনস্মৃতি। কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮১। পৃ: ৭১।

২৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড। কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। আশ্বিন ১৩৯৮, পৌষ ১৪০২। পৃ: ২২৮।

২৬। Rees, R.J., English Literature, London : Macmillan, 1973.

২৭। De Quincey, Thomas, Literature, Several Eassays, Ed. by G.F.J. Cumberlege, Kolkata : Oxford University Press, 1985.

২৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষার হেরফের। শিক্ষা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। বৈশাখ ১৩৯৫, পৌষ ১৪০২। পৃ: ৫৬৮।

২৯। Orwell, George, Selected Eassays, London : Penguin Books, 1957.